



166657 - শারীরিক প্রতিনিধী করার মাধ্যমে আল্লাহ্ যার পরীক্ষা নচ্ছনে তার জন্য উপদশে ও দকিনরিদশেনা এবং প্রতিনিধী ব্যক্তি বসে নামায পড়লে ক'অর্ধকে সওয়াব পাবে?

প্রশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়েবসাইট থেকে উপকৃত হয়েছি। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা (আল্লাহ্ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিন দনি)। আমি শুনছি যে, মক্কা বা মদনিততে কেবল খারাপ চিন্তা করলেই বান্দার আমলনামাতে গুনাহ লেখা হয়। এ কারণে সালাফগণ (পূর্বসুরগিণ) এ দুই স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন না। এটা ক'ঠিক? আশা করব আপনারা এ বিষয়ে আমাকে সর্বোচ্চ পরামিণ তথ্য সরবরাহ করবেন। আসলে আমি একজন প্রতিনিধী নারী। অনেকে সময়ই আমার মনে খারাপ চিন্তা আসে। যমেন— আমি মনে মনে বলি যে, নশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসেন না; তাই আমাকে প্রতিনিধী বানিয়েছেন। আমি বসে বসে নামায পড়ার কারণে কেবল অর্ধকে সওয়াব পাব। এ ব্যাপারে আপনাদরে অভিমত কী? আমার মত যার অবস্থা তার ক্ষত্রেই ইসলাম কী বলবে? প্রতিনিধী নারীদেরকে বয়িে করার ক্ষত্রেই আমরা মুসলমিদরেকে ক'ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি? অধিকাংশ মুসলমি প্রতিনিধীদের প্রতিনিতেবাচক দৃষ্টিতে তাকায় কেন? আমি মদনিততে থাকতে চাই। ক'ন্তু এ চিন্তা ও কল্পনাগুলো আমার গুনাহ হিসেবে লেখার ব্যাপারে আমি ভীতসন্ত্রস্ত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ঈমানের স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— তাকদীরের প্রতি ঈমান। কোন মুসলমিরে ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানবে যে, সে যাততে আক্রান্ত হয়েছে সেটা তাকে ভুল করে যাওয়ার ছিল না। আর যাততে সে আক্রান্ত হয়নি সেটাততে সে আক্রান্ত হওয়ার ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা কোন মুমনিরে তাকদীরে যে বপিদ-মুসবিত রেখেছেন সেগুলোর ক্ষত্রেই ধরৈয় ধারণ করা ছাড়া তার সাধ্যে আর ক'ছি নই। ধরৈয় ধরা তার পূর্ণাঙ্গ ঈমানের আলামত। যে ব্যক্তি ধরৈয় ধারণ করে ক'য়ামতরে দনি আল্লাহ্ তাকে বহেসিব পুরস্কার দবিনে।

আপনার মনে এ চিন্তা আসা অনুচতি যে, আল্লাহ্ আপনার তাকদীরে যা রেখেছেন সেটা নরিটে অকল্যাণ। ক'নেনা আল্লাহ্ করমে নরিটে অকল্যাণ নই। বান্দার উপর আল্লাহ্ যা তাকদীর করেন (নরিধারণ করেন) এ ক্ষত্রেই আল্লাহ্ প্রজ্ঞাপূর্ণ গূঢ় রহস্য রয়েছে। আপনি যে অবস্থার মধ্যে আছেন হতে পারে এর মধ্যে প্রভুত কল্যাণ রয়েছে; যা আপনি জানেন না।



আল্লাহ তাআলা বলেন: "এমনও হতে পারে যে, তোমরা একটা জনিসি অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তার মধ্যে অনেকে কল্যাণ রাখেন।" [সূরা নসি, আয়াত: ১৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বপিদগ্রস্ত করেন।" [সহিহ বুখারী (৫৬৪৫)] বপিদগ্রস্ত করেন: অর্থাৎ বপিদরে মাধ্যমে পরীক্ষা করেন যাত করে এই বপিদরে বনিমিয়ে তাকে সওয়াব দিতে পারেন।

এই প্রতিনিধত্বের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ আপনাকে ভালবাসেন না। বরং হতে পারে এর বপিদতাই ঠিক। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নিশ্চয় বপিদ যত বড় প্রতদিন তত বড়। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব, যে সন্তুষ্ট হয় তার জন্ম রয়েছে সন্তুষ্ট। আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্ম রয়েছে অসন্তুষ্ট।" [সুনানে তরিমযি (২৩৯৬), তরিমযি হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন; সুনানে ইবনে মাজাহ (৪০৩১)]

ধৈর্যশীল সওয়াবপ্রত্যাশী বপিদগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বাধিক বড় উপকার যতো পাবে সতো হল তার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করা যে, তার কোন গুনাহ নাই। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মুমনি নর ও নারীর নিজেরে জান, সন্তান ও সম্পদের উপর বপিদ আসতই থাকে; এক পর্যায়ে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে যে, তার কোন গুনাহ নাই।" [সুনানে তরিমযি (২৩৯৯), তরিমযি হাদিসটিকে 'সহিহ' বলছেন]

এ কারণে ধৈর্যশীল সওয়াবপ্রত্যাশী বপিদগ্রস্ত মানুষেরো কয়ামতেরে দিনি মহান মর্যাদার অধিকারী হবেন। এমনকি দুনিয়াতে যারা সুস্থ ছিল তারা কামনা করবে যদি তারাও তাদের মত হত। জাবরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "কয়ামতেরে দিনি পরীক্ষার শিকার লোকদেরকে যখন পুরস্কার দয়া হবে তখন সুস্থ লোকেরো কামনা করবে যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়াগুলো কাঁচ দিয়ে কাটা হত।" [সুনানে তরিমযি (২৪০২), আলবানী 'সহিহুত তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন।

আশা করি বিশ্বস্ত মুসলমানদেরে একটা দল শারীরিকভাবে প্রতিনিধী মুসলমি বোনদেরে বয়ি দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যহেতে এ ধরণেরে মহান আমলেরে জন্ম; ইনশা আল্লাহ মহা পুরস্কার রয়েছে।

যে মুসলমিকে আল্লাহ তাআলা শারীরিকভাবে সুস্থ রাখেন তার জন্ম শারীরিক প্রতিনিধীদেরে দকি তাচ্ছলিযেরে দৃষ্টিতে তাকানো অনুচতি। বরং তার উচতি এ জন্ম আল্লাহর প্রশংসা করা যে, আল্লাহ অন্যকে যে পরীক্ষার মুখোমুখি করছেন তাকে সতো থেকে সুস্থ রাখেন। তবে এ দোয়াটিকে শুনিয়ে তাকে কষ্ট দয়া অনুচতি। সুস্থতার কৃতজ্ঞতা হচ্ছে পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্ম সাধ্যানুযায়ী সবোযতম ও কদর পশে করা। 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখোও আপনার জন্ম গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রশ্নোত্তরটিতে পরীক্ষার ক্ষেত্রে একজন মুমনিরে অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।



দুই:

বসে নামায পড়ার কারণে আপনি অর্ধকে সওয়াব পাওয়ার যত্ন ধারণা করছেন সঠিক নয়। বরং আপনি পরিপূর্ণ সওয়াব পাবেন, ইনশা আল্লাহ্। অর্ধকে সওয়াব পাবে ঐ ব্যক্তি যিনি ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে নফল নামায আদায় করে। পক্ষান্তরে, কোন রোগেরে ওজরের কারণে কোন মুসল্লি বসে নামায পড়লে সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে।

ইমাম নববী বলেন:

গোটা উম্মাহ একমত, যে ব্যক্তি অক্ষতাবশতঃ ফরয নামাযে দাঁড়াতে না পারে বসে নামায পড়ে তাকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। আমাদের মাহাবরে আলমেগণ বলছেন: তার দাঁড়ানো অবস্থার নামাযের থেকে সওয়াবের কোন কমতকিরা হবে না। কোননা সে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহহি বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যদি কোন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় কথিবা সফরে থাকে তাহলে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সে আমলগুলো করত তার জন্য সে আমলগুলো লখো হবে।" [আল-মাজমু (৪/৩১০)]

আরও দেখুন: [50180](#) নং, [50684](#) , প্রশ্নোত্তর।

তনি:

আর আপনি আপনার প্রশ্নে উদ্ধৃত গুনাহ নিয়ে যে দুশ্চিন্তার মধ্য আছেন সে ব্যাপারে ইতিপূর্বে 171726 নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।